যুগান্তর

তারিখ ..28. APR. 2016 ...
পৃষ্ঠা ...১৬ কলাম.... ২ .....

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৫০ হাজার পদ খালি

ছয় মাস পর খুলছে শিক্ষক নিয়োগের বন্ধ দ্বার

যুগান্তর রিপোর্ট

অবশেষে ৬ মাস পর বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের দ্বার খুলছে। এরই অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে শূন্য পদের চাহিদা তলব করা হয়েছে। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক লাগবে, সেসব প্রতিষ্ঠানকে আগামী ৭ মে'র মধ্যে শূন্যপদের নাম ও তালিকা জাতীয় শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করতে হবে। এই নিবন্ধন কাজ শেষ হলে বিগত ১২টি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় পাস করা প্রার্থীদের আবেদন করতে বলা হবে। সারা দেশে এমপিওভুক্ত ২৮ হাজারসহ মোট প্রায় ৩৮ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষকের পদ খালি আছে। ৬ মাস ধরে এসব পদ খালি থাকায় শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে বলে শিক্ষকরা জানিয়েছেন।

৭ মে'র মধ্যে শূন্যপদের সংখ্যা জানানোর নির্দেশ

এনটিআরসিএ'র চেয়ারম্যান এএমএস আজহার বুধবার রাতে যুগান্তরকে জানান, শূন্যপদের বিপরীতে প্রার্থীরা আবেদন করলে আমরা একটি মেধা তালিকা করব। সেখান থেকে প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ করতে হবে। উপজেলাভিত্তিক ওই তালিকায় মোট শূন্যপদের অতিরিক্ত ২০ শতাংশ প্রার্থীকে তালিকাভুক্ত করা হবে।

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দুর্নীতি বন্ধে গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক পরিপত্রে (শিক্ষক নিয়োগে) অনুসরণীয় পদ্ধতি জারি করে। সে অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগের লক্ষ্যে প্রার্থী বাছাইয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে এনটিআরসিএকে। জানা গেছে, এ পরিপ্রেক্ষিতে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করে সফটওয়্যারের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম শুরু হবে এখন। প্রার্থী বাছাই কার্যক্রমের পূর্বশত হিসেবে প্রতিটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এই নিবন্ধন করাচ্ছে এনটিআরসিএ। সংস্থাটির চেয়ারম্যান জানান, দেশের সংশ্লিষ্ট সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানপ্রধানকে নিবন্ধন করার জন্য ইতিমধ্যে এসএমএস করা হয়েছে। দেশের সব জেলা শিক্ষা অফিসার এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার তার নিজ এলাকার প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন কার্যক্রম তদারক করবেন।